59

দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 OCT 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

বিদেশে অননুমোদিত অবস্থান

ঢাকা ভার্সিটির ৩০ জন শিক্ষক চাকরিচ্যুত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ অননুমোদিতভাবে বিদেশে অবস্থানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ জন শিক্ষকের চাকরির পরিসমাপ্তি ও ২২ জনের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে, বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এম ফিল পিএইচডি প্রভৃতি করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ ভাইস চ্যান্সেলরের নিকট বিদেশে যাবার জন্য অনুমতির আবেদন করেন। কোন কোন শিক্ষক ৫ বৎসর পর্যন্ত বিদেশে অবস্থানের জন্য আবেদন করেন।

সূত্র জানান, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের ছুটি মঞ্জুর করা হয় সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোতে সেই শিক্ষকের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে।

উল্লেখ্য, চার বছরের বেশী সাধারণত কোন শিক্ষকদেই কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর করেন না।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ডঃ ওয়াকিল আহমদ দৈনিক বাংলাকে বলেন, সাধারণ দুই বছর দুটি দেয়া হয়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ৪ বছর পর্যন্ত বাড়ান হয়। তারপর যারা দেশে ফেরেন না, কেবল মাত্র তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বেঁধে দেয়া সময় পার হয়ে গেলেও অনেকে দেশে ফেরেন না।

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ঢাকা ভার্সিটির

অনেক শিক্ষক আছেন যারা শুধুমাত্র আবেদন করেই বিদেশে পাড়ি জমান। আবেদন মঞ্জুর হলো কি হলো না তা জানার প্রয়োজন মনে করেন না।

এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া বিদেশে অবস্থানের ফলে গত ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ৩০ জন শিক্ষকের চাকরির পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। এছাড়া আরো ২২ জনের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের আওতায় বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষকের সংখ্যা হচ্ছে ১১শ-এর কিছু বেশী। সূত্র জানিয়েছেন, প্রতিবছর কিছু শিক্ষক বিদেশী ডিগ্রী গ্রহণের জন্য দেশ থেকে চলে যান। সেখানে সুযোগ-সুবিধা পেলে আর ফিরে আসেন না।

এভাবে প্রায় ৫০ জন শিক্ষক বিদেশে গমন করলেও তারা এখনও পর্যন্ত দেশে ফিরে আসেননি। সূত্র জানান, সেসব শিক্ষকের অনেকেই এখন বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন। তাদের ছুটির মেয়াদও শেষ হয়ে গেছে বলে সূত্র জানান।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ দৈনিক বাংলাকে বলেন, যেসব শিক্ষকের ছুটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও দেশে ফেরেননি, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

এখনও পর্যন্ত কতজন এভাবে বিদেশে আছেন প্রো-ভিসি সেটা বলতে পারেন না বলে জানান।